তারিখ ... 14 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৭ ...

সংবাদ

মাধ্যমিক শিক্ষার সংকট কাটাতে শিক্ষক সংকট দূর করুন

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষকের অনুপাতে সবচেয়ে শিক্ষার্থী বেশি বাংলাদেশে। ৩৫ জন শিক্ষার্থী পিছু ১ জন শিক্ষক। এই অনুপাত ভারতে ৩১:১, নেপালে ২৯:১, পাকিস্তানে ১৯:১, শ্রীলঙ্কায় ১৭:১ এবং ভুটানে ১৪:১। গত বছরের নভেম্বরে দেশের ৯টি শিক্ষা প্রশাসনিক অঞ্চলের ৬ হাজার ৫৯৪টি বিদ্যালয় স্তরে এ তথ্য পেয়েছে বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো বা ব্যানবেইস।

প্রাথমিকে ঝরে পড়ার হার নিয়ন্ত্রণে আসার ফলে গেল কয়েক বছরে মাধ্যমিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। কিন্তু শিক্ষকের নতুন পদ সৃষ্টি ও শূন্যপদে নিয়োগ না দেয়ায় শিক্ষার্থীর অনুপাতে বাড়ছে না শিক্ষক সংখ্যা। ফলে শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাতের ব্যবধান দিন দিন বাড়ছে। আমরাও মনে করি, মাধ্যমিক শিক্ষায় যতটুকু উন্নয়ন প্রয়োজন ছিল ততটা হয়নি। দেশের অধিকাংশ বিদ্যালয়ই বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়। এসব বিদ্যালয় আর্থিক সংকটের কারণে পর্যাপ্তসংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ দিতে পারে না। তবে শিক্ষক সংকট শুধু বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই নেই, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী, সারাদেশে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৩৩৩টি। এসব বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকের ১০ হাজার ৬টি পদের মধ্যে ১ হাজার ৭৪৪টিই শূন্য। উদ্বেগের বিষয় হলো সবচেয়ে বেশি শূন্যপদ বাংলা, ইংরেজি ও গণিতে। অর্থাৎ শিক্ষার বুনিয়াদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রেই দুর্বলতা দেখা দিচ্ছে।

শুধু শিক্ষক সংকটই নয়, মাধ্যমিক শিক্ষায় পাঠদানরত শিক্ষকদের অনেকেই অপ্রশিক্ষিত। মাউশি জানিয়েছে, দেশের প্রায় ৪১ শতাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সৃজনশীল পদ্ধতির প্রশ্নপত্র তৈরি করতে পারে না। এর মধ্যে ২৩ দশমিক ৭২ শতাংশ বিদ্যালয় শ্রেণীকক্ষের বিভিন্ন সাময়িক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরিতে অন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সহায়তা নেয়। আর ১৬ দশমিক ৭৬ শতাংশ বিদ্যালয় বাইরে থেকে বাণিজ্যিকভাবে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করে থাকে। সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালুর সাত বছর পরও এমন চিত্র শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য নিঃসন্দেহে হুমকি বলে আমরা মনে করি।

বাংলা, ইংরেজি ও গণিতে দুর্বলতা থাকলে কীভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে সরকার। সরকার আবার আইসিটি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছে। কিন্তু অধিকাংশ বিদ্যালয়েই কম্পিউটার সুবিধা এবং কিম্পউটার শিক্ষকের অভাব রয়েছে। যার কারণে অবকাঠামো উন্নয়নের সুফল পাচ্ছে না শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত কমাতে হলে যোগ্যতর শিক্ষকদের নিয়োগ দিতে হবে। শিক্ষক শূন্য পদও পূরণ করতে হবে। বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সংকট দূর করতে সমাজের দানশীল ও ধনী ব্যক্তিদের এগিয়ে আসতে সামাজিকভাবে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। একই সঙ্গে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকটের তো কোনো কারণ থাকতে পারে না। এটি নিঃসন্দেহে মন্ত্রণালয়ের বা আমলাতন্ত্রের উদাসীনতা। এখানে নতুন নিয়োগ দিতে হবে। একই সঙ্গে ইংরেজি ও গণিত শিক্ষক নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট যত্নবান হতে হবে কর্তৃপক্ষকে। আমরা এটাও মনে করি, সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি নিশ্চিত করতে হলে বাইরে থেকে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষকদের প্রশ্ন তৈরির সামর্থ্যের উদ্যোগও নিতে হবে।